রদ্দে গায়ের মুকাল্লিদিয়াত সিরিজ - ১৫

আহলে হাদীসদের নিকটে ১০০ টি প্রশ্ন

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

AHLE HADISDER NIKOTE 100TI PROSHNO

WRITTEN BY: MUHAMMAD ABDUL ALIM

প্রকাশনায়ঃ
হানাফি ফাউন্ডেশন

প্রকাশক
হাফেজ মুহাম্মাদ ওবাইদুল্লাহ
ইলামবাজার, বাগোলবাটী, বীরভূম
মোবাইলঃ +৯১ ৯৭৩৪২০১০১২

উৎসর্গ
আমার আববাজানের উদ্দেশ্যে

প্রকাশকালঃ ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

মূল্য-২০/- (কুড়ি টাকা মাত্র)
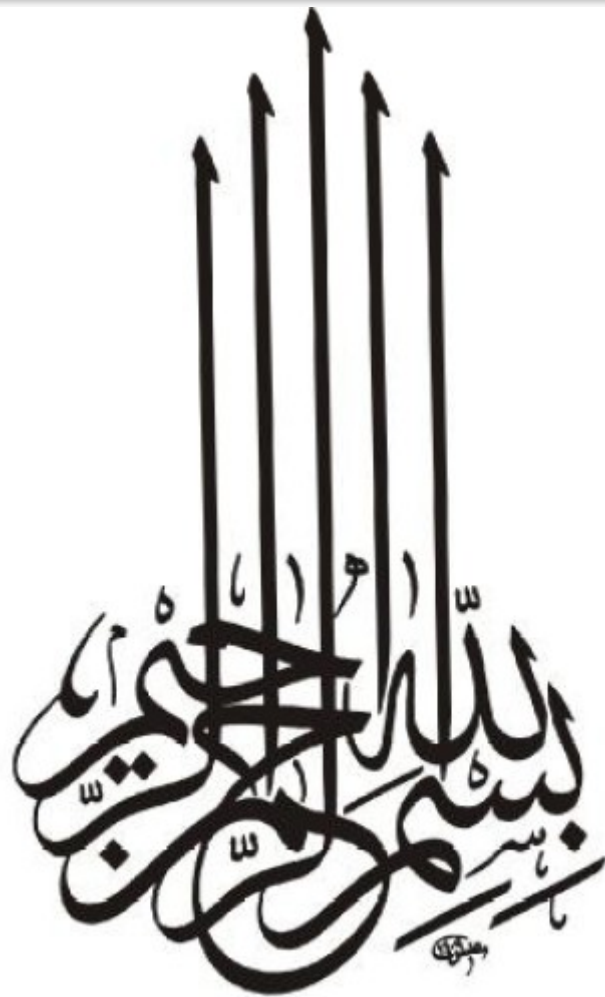
আমার আববাজানের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ আমার আববাজানের দীর্ঘ হায়াত দান করুন।

ভুমিকা

সমস্ত প্রসংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং একমাত্র উপাস্য। তাঁর প্রিয় হাবীব তাজেদারে মদীনা, আহমাদ মুজতাবা, মুহাম্মাদ মুস্তাফা রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম; যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন, সাইয়েদুল মুরসালিন, শাফিউল মুজনেবিন।

আহনাফ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ও আয়েম্মায়ে আরবাআর (চার ইমাম) মুকাল্লিদদের তাকলিদের পক্ষে অন্যতম বড় দলীল হল কুরআন শরীফের আয়াত ‘‘ফাসআলু আহলাল যিকরি ইন কুনতুম লা তাঅলামুন’’ অর্থাৎ তোমরা যে বিষয়ে জান না, সে সম্পর্কে যারা জানে তাদের কাছে জেনে নাও’’ অথচ গায়ের মুকাল্লিদরা এই আয়াতকে তাকলীদের পক্ষের দলীল হিসাবে মানেন না। তাঁদের দাবী হল, প্রশ্ন করা তাকলীদ নয়। তাই এই পুস্তকে ১০০টি ইজতেহাদী প্রশ্ন করা হয়েছে। যদি প্রশ্ন করে উত্তর সন্ধানের নাম তাকলীদ না হয় তাহলে আহলে হাদীসরা কোন উম্মতির তাকলীদ না করে আমার ১০০টি প্রশ্নের উত্তর কুরআন ও সহীহ সরীহ গায়ের মুআরিজ হাদীস থেকে দিন।

পাঠকদের বলি মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। তাই এই পুস্তকের মধ্যে যদি কোনো ভুল-ভ্রান্তি নজরে পড়ে আমাকে জানাবেন। তাহলে পরবর্তী সংস্করনে সংশোণ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে পাঠকদের জানাই, আপনারা দোয়া করবেন; আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দেন এবং খাতিমা বিল খায়ের দান করেন। (গ্রন্থাকার)

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

শালজোড়, বীরভূম (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

মোবাইলঃ +৯১ ৮৯২৬১৯৯৪১০

হুয়াটস এ্যাপঃ +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

E-Mail :- md.abdulalim1988@gmail.com

নামায সংক্রান্ত প্রশ্নঃ

১ নং প্রশ্নঃ পরিপূর্ণ নামায তকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম পর্যন্ত অর্থাৎ ফরজ, ওয়াজীব, সুন্নাত, রাকআতের সংখ্যা কুরআনে কারীমের সরীহ আয়াত বা সরীহ হাদীস গায়ের মুআরিজ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন।

২ নং প্রশ্নঃ আপনাদের ইমাম তকবীরে তাহরীমা (নামাযের শুরুতে আল্লাহহু আকবার বলা) উচ্চস্বরে বলে এবং মুক্তাদী নিম্নস্বরে বলে। এর উপর কুরআনে কারীমের সরীহ আয়াত বা সরীহ গায়ের মুআরিজ হাদীস পেশ করুন। স্বয়ং ইমাম যদি তকবীর নিম্নস্বরে বলে আর মুক্তাদী যদি উচ্চস্বরে বলে তাহলে তার নামায হবে কি হবে না? কুরআনে কারীমের সরীহ আয়াত বা সরীহ গায়ের মুআরিজ হাদীস পেশ করুন।

৩ নং প্রশ্নঃ যদি কোন নামাযী ভূল করে নামাযের মধ্যে সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম এর স্থানে সুবহানা রব্বিয়ান আলা, দরুদ শরীফের স্থানে দুয়ায়ে কূনুত, বা আত্তাহিয়্যাতুর স্থানে সুরাহ ফাতেহা, বা আল্লাহু আকবার এর স্থানে আল্লাহু কাবীর, বা সামি আল্লাহু লিমান হামীদার স্থানে আল্লাহু আকবার বলে দেয়, বা এর যদি উলটোটা করে বসে তাহলে তার নামায হবে কি হবে না? এর জবাবে কুরআনের আয়াত বা সরীহ সহীহ গায়ের মুআরিজ হাদীস পেশ করুন।

৪ নং প্রশ্নঃ আমরা যে পদ্ধতিতে নামায পড়ি বা আহলে হাদীসরা যে পদ্ধতিতে নামায পড়ে থাকেন তা নিয়মাবলী যেমন, দুই বা চার রাকআত নামাযে আরকান, আহকাম, ফরজ, সুন্নাত মুস্তাহাবগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পালন করে থাকি। যেমন, রুকু, সিজদা, কওমা, জালসা, কেরাত, রুকু, সিজদার তসবীহ, তাসাহুদ, দরুদ শরীফ, দুয়া মাসুরা ইত্যাদির পর পর ধারাবাহিক নিয়মাবলী কুরআন শরীফ ও সহীহ হাদীসে যদি থাকে তাহলে প্রমাণ চাই। কোন উম্মাতের তাকলীদ বা ফিকাহ শাস্ত্রের আশ্রয় নিলে শুনব না।

৫ নং প্রশ্নঃ সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, নাসায়ী শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ) যদি নামায পড়ার নিয়মাবলী পরস্পর ধারাবাহিক ভাবে

থাকে তাহলে হাদীস দ্বারাই প্রমাণ করুন। যদি না থাকে তাহলে ঐ ছয়জন মুহাদ্দিস কিভাবে নামায পড়তেন? তার দলীল পেশ করুন।

৬ নং প্রশ্নঃ কোন লোক যদি মোবাইলে রিংটোনে আযান লাগিয়ে মসজিদে মাইক্রোফোন লাগিয়ে দিনে পাঁচবার আযান দেয় তাহলে সেটা জায়েয হবে কি হবে না? কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমান পেস করুন। অন্য কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না।

৭ নং প্রশ্নঃ যদি নামাযে ইমাম ফজর, মাগরিব এবং এশাতে আস্তে কেরাত করে ফেলে (ভূল করে) তাহলে তার নামায ভঙ্গ হবে, না মাকরুহ হবে, তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন।

৮ নং প্রশ্নঃ চার রাকআত ফরজ নামাযে যদি কেউ ভূল করে প্রথম দুই রাকআতে সুরা ফাতেহার পর অন্য কোন সুরা পড়ল না এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে ভূল করে সুরা ফাতেহার পর অন্য কোন সুরা পড়ে ফেলল তাহলে তার নামায ভঙ্গ হবে, না মাকরুহ হবে? তার কি করণীয় তা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন। কুরআন ও সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোন দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

৯ নং প্রশ্নঃ নামাসের সময় কিবলামূখী হওয়া ফরজ। কিন্তু যে ব্যাক্তি বিমানে বা মহাকাশযানে আছে, সে কোন দিকে মুখ করে নামায পড়বে? এর প্রমাণ কুরআন বা সহীহ হাদীস থেকে দিন। কুরআন ও সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোন দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

১০ নং প্রশ্নঃ মনে করুন ভারতবর্ষের কোন মানুষ রমযান মাসে ভোর সাড়ে তিনটের (৩-৩০ A.M) সময় সেহেরী খেয়ে এরোপ্লেনে চড়ে মেক্সিকো সিটি রওনা হল। মাত্র তিন ঘন্টার মধ্যে মেক্সিকো সিটি পৌঁছে গিয়ে দেখল সেখানে সন্ধে সাড়ে ছয়টা (৬-৬০ P.M) বাজছে এবং সেখানকার মুসলমানরা এফতার করছে। তাহলে ভারতীয় মুসলমানটি সেখানে মাত্র তিন ঘন্টার রোজা রেখে এফতারে শামিল হতে পারবে কি পারবে না? কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা উত্তর দিন। কুরআন ও সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোন দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

১১ নং প্রশ্নঃ কোন ভারতীয় মুসলমান যদি ফজরের নামায পড়ে মেক্সিকো সিটি রওয়ানা হয় এবং উক্ত মুসলমান ব্যাক্তি তিন ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে গিয়ে দেখে সেখানকার মুসলমানরা এশার নামায পড়ছে। তাহলে ভারতীয় মুসলমানটি সেখানে এশার জামাআতে শরীক হয়ে এশার নামায পড়তে পারবে কি পারবে না? যদি এশার নামায পড়ে তাহলে আরো জোহর, আশর, মাগরিবের নামায কাজা পড়তে হবে কি হবে না? মাথা ঠান্ডা করে কুরআন ও সহীহ দ্বারা উত্তর দিন। কুরআন ও সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোন দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

১২ নং প্রশ্নঃ কোন ব্যাক্তি যদি ফজরের নামায পড়ে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করতে বেরুলো। এবং সে যে দেশেই পৌঁছাল সেখানেই সেখানকার মানুষকে ফজরের নামায পড়তে দেখলো। তাহলে একমাসের পৃথিবীর ভ্রমণে যেখানেই গেল সেখানেই ফজরের সময় পেল। তাহলে সে বাকি, জোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়বে কি করে? না কি সে একমাস ধরে ফজরেরই নামায পড়ে যাবে? ঐ ব্যাক্তির কি করণীয় কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা জবাব দিন। কুরআন ও সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোন দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৩ নং প্রশ্নঃ মহাকাশে সবসময় সূর্যের আলো দেখা যায়। তাহলে যে ব্যাক্তি মহাকাশে বিচরণ করে সে ফজর, আসর, মাগরিব, এশার নামায কিভাবে পড়বে? কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন।

১৪ নং প্রশ্নঃ অনুরুপভাবে মহাকাশে বিচরণকারী ব্যাক্তি রোযা কি নিয়মে রাখবে? কুরআন বা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন।

১৫ নং প্রশ্নঃ মরুপ্রদেশে যেখানে ছয়মাস দিন ও ছয়মান রাত্রি সেখানে মানুষ কি নিয়মে নামায পড়বে ও কি নিয়মে রোযা রাখবে? কুরআন বা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন।

১৬ নং প্রশ্নঃ আহলে হাদীসরা রমযান মাসে ৮ রাকআত তারাবীহর নামায সমস্ত মসজিদে, সারা মাস পড়েন এবং কুরআন খতম করে থাকেন। যদি এইসব ব্যাপারগুলি হুযুর (সাঃ) থেকে

প্রমাণ থাকে তাহলে পেশ করুন। আর যদি প্রমাণ না থাকে তাহলে এইসব কাজ যারা করে তাদের উপর কুরআন এবং সুন্নাত থেকে ফতোয়া প্রদান করুন।

১৭ নং প্রশ্নঃ হাদীদের আছে "তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ো অর্থাৎ ঈদ পালন কর।" সম্প্রতি মানুষ চাঁদে পদার্পন করেছে। এখানে আমাদের প্রশ্ন, চাঁদের মাটিতে বিচরণকারী মানুষ কি দেখে রোজা রাখবে এবং কি দেখে ঈদ পালন করবে? এর উত্তর কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারাই চাই। কুরআন ও সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোন দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৮ নং প্রশ্নঃ সহীহ বুখারী শরীফে কি নামায পড়ার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ মৌজুদ আছে?যদি থাকে তার প্রমাণ পেশ করুন।

১৯ নং প্রশ্নঃ সহীহ মুসলিম শরীফে কি নামায পড়ার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ মৌজুদ আছে? যদি থাকে তার প্রমাণ পেশ করুন।

২০ নং প্রশ্নঃ তিরমিযী শরীফে কি নামায পড়ার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ মৌজুদ আছে? যদি থাকে তার প্রমাণ পেশ করুন।

২১ নং প্রশ্নঃ সুনানে আবু দাউদ শরীফে কি নামায পড়ার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ মৌজুদ আছে? যদি থাকে তার প্রমাণ পেশ করুন।

২২ নং প্রশ্নঃ সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে কি নামায পড়ার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ মৌজুদ আছে? যদি থাকে তার প্রমাণ পেশ করুন।

২৩ নং প্রশ্নঃ যখন সিহাহ সিত্তাহর হাদীসে নামায পড়ার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ মৌজুদ নেই তাহলে সিহাহ সিত্তাহর হাদীস সংকলক মুহাদ্দিসগণ কিভাবে নামায পড়তেন? তার প্রমাণ পেশ করুন।

২৪ নং প্রশ্নঃ কোন মশহুর মুহাদ্দিস কি নামায শিক্ষার উপর এমন কোন কিতাব লিখেছেন যাতে নামাযের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ মৌজুদ আছে? এবং সেই কিতাবে প্রত্যেক মাসআলার উপর

কুরআনের আয়াত বা সহীহ সরীহ গায়ের মাআরুজ হাদীস পেশ করা আছে? এবং সেই কিতাব যে সহীহ তার উপর কোন আয়াত বা সরীহ হাদীসের দলীল আছে? যদি থাকে তার প্রমাণ পেশ করুন।

২৫ নং প্রশ্নঃ নবী (সাঃ) কি নিজের সম্মুখে পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষার উপর কোন কিতাব রচনা করিয়েছেন কি? যদি থাকে তার প্রমাণ পেশ করুন।

২৬ নং প্রশ্নঃ খুলাফায়ে রাশেদীনরা কি নিজের সম্মুখে পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষার উপর কোন কিতাব রচনা করিয়েছেন কি? যদি থাকে তার প্রমাণ পেশ করুন।

২৭ নং প্রশ্নঃ এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম কে নামায শিক্ষার উপর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লিখেছেন যা আজ পর্যন্ত উম্মতের নিকট গ্রহণযোগ্য আছে?

২৮ নং প্রশ্নঃ কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন নামাযের আরকানগুলি কি কি আর তার সংজ্ঞাই বা কি?

২৯ নং প্রশ্নঃ কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন নামাযের সুন্নতে মুআক্কাদাহ কি কি? এবং সুন্নতে মুআক্কাদাহর সংজ্ঞাই বা কি?

৩০ নং প্রশ্নঃ তকবীরে তাহরীমা ফরজ, সুন্নত, নফল না ওয়াজীব? কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন।

নামাযে জোরে আমীন নিয়ে প্রশ্নঃ

আহলে হাদীসরা বলে থাকেন, “সালাম এবং আমীন বলায় ইয়াহুদীরা হিংসা করার সাফ প্রমান হয় যে, রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং তার সাহাবীগণ ‘জোরে আমীন’ বলতেন কারন ইয়াহুদীরা যদি আমীন না শুনতে পেত তাহলে কি তারা হিংসা করতঃ শুনতে পেত বলেই তারা হিংসা করত।”

অর্থাৎ আহলে হাদীসদের মতে হানাফীরা ইহুদী। এখন আমাদের প্রশ্ন,

৩১ নং প্রশ্নঃ আহলে হাদীসরা যখন একাকী নামায পড়েন তখন তাঁরা ফরজ নামায হোক অথবা সুন্নাত নামায হোক অথবা নফল নামায হোক তখন তারা আস্তে আমীন বলেন। এইসব নামাযে তাঁরা কেন ইহুদী হয়ে যান?

৩২ নং প্রশ্নঃ আহলে হাদীসরা ফরজ নামায জামাআতের সঙ্গে আদায় করেন তাহলে তাঁরা ছয় রাকাআতে জোরে আমীন বলেন এবং বাকী এগারো রাকাআতে আস্তে আমীন বলেন। অর্থাৎ ছয় রাকাআতে তাঁরা আহলে হাদীস এবং বাকী এগারো রাকাআতে তাঁরাও ইহুদী কেন হয়ে যান?

৩৩ নং প্রশ্নঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে যে ইহুদীরা সালাম বলাকেও হিংসা করে তাহলে আহলে হাদীসরা ও রাহুল মুজতাহীদ কেন ফরজ নামাজ ব্যাতিত অন্য নামাজে আস্তে সালাম বলে? এখন তারা কেন ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে?

৩৪ নং প্রশ্নঃ জামাআতে নামায পড়ার সময় ইমাম জোরে সালাম ফিরান আর আহলে হাদীস মুক্তাদীরা আস্তে সালাম বলে। তাহলে আহলে হাদীস মুক্তাদীরা যখন মুক্তাদী হয়ে নামায পড়ে তখন কেন তারা ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে?

৩৫ নং প্রশ্নঃ আল্লাহ পাক কুরআনে আস্তে আমীন বলার কথা বলেছেন। তাহলে নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ কি মুসলমানদেরকে ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলেছেন?

৩৬ নং প্রশ্নঃ রাসুলুল্লাহ (সাঃ), সাহাবী ও বিভিন্ন তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন আস্তে আমীন বলেছেন। তাহলে নাউজুবিল্লাহ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবী ও বিভিন্ন তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনরাও ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলেছেন?

রফয়ে ইয়াদাইন নিয়ে প্রশ্নঃ

আনওয়ারুল হক ফাইযী লিখেছেন যে রফয়ে ইয়াদাইন করা ফরয। তাই তাঁর নিকট আমার প্রশ্ন তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে, অনেক সাহাবা রফয়ে ইয়াদাইন না করার প্রবক্তা ছিলেন। তিনি ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেন,

حَدِيثٌ حَسَنٌ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ. (بَاب مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْفَعْ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.)

এই হাদীস হাসান। রফয়ে ইয়াদাইনের ব্যাপারে বলেন, এটা নবী (সাঃ) এর সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন থেকে অনেক আহলে ইলমের মত। ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) ও কুফাবাসীগণের মতও অনুরুপ। (সুনানে তিরমিযী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯)

আমাদের প্রশ্ন হল,

৩৭ নং প্রশ্নঃ সেই রফয়ে ইয়াদাইন না করা সাহাবাদের নামায হয়েছে না হয়নি?

৩৮ নং প্রশ্নঃ রফয়ে ইয়াদাইন না করা সাহাবারা নামাযী ছিলেন না বেনামাযী?

৩৯ নং প্রশ্নঃ রফয়ে ইয়াদাইন না করা সাহাবারা রাসুল (সাঃ) এর অনুসরণ করেছিলেন না বিরোধীতা করেছিলেন?

৪০ নং প্রশ্নঃ রফয়ে ইয়াদাইন না করা সাহাবারা হকপন্থী না বাতিল পন্থী?

৪১ নং প্রশ্নঃ রফয়ে ইয়াদাইন না করা সাহাবারা জান্নাতি না জাহান্নামী?

তারাবীহ সংক্রান্ত প্রশ্ন

আহলে হাদীসরা বুখারী শরীফের হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসকে তারাবীহর নামায বলে চালিয়ে থাকেন। তাই উক্ত হাদীস সংক্রান কিছু প্রশ্ন করা হল,

৪২ নং প্রশ্নঃ বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা প্রামাণিত হয় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এই নামায চার রাকআত করে পড়তেন কিন্তু আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা দুই রাকআত করে তারাবীহর নামায পড়েন কেন?

৪৩ নং প্রশ্নঃ বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা প্রামাণিত হয় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এই নামায একাকি পড়তেন। কেননা, এই হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নামায পড়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, পড়াবার কথা বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা পুরো রমযান মাসে এই নামায জামাআতের সাথে পড়েন কেন?

৪৪ নং প্রশ্নঃ এই হাদীস দ্বারা প্রামাণিত হয় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এই নামায ঘরের মধ্যে পড়তেন, কেননা, এই হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ)! আপনি বেতের নামায আদায়ের আগে ঘুমিয়ে যাবেন?" তিনি (সাঃ) বললেনঃ "হে আয়েশা! আমার দুচোখ ঘুমায় বটে কিন্তু আমার কলব নিদ্রাভিভূত হয় না।"

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) কথোপকথনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, এই নামায হুজুর (সাঃ) ঘরের মধ্যে পড়তেন, কেননা, হুজুর (সাঃ) হুজরা শরীফের মধ্যেই ঘুমোতেন। কিন্তু আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা পুরো রমযান মাসে ঘরের পরিবর্তে মসজিদে পড়ে কেন?

৪৫ নং প্রশ্নঃ এই হাদীস দ্বারা প্রামাণিত হয় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এই নামায পড়ে ঘুমিয়ে যেতেন এবং ঘুম থেকে উঠে বেতের নামায পড়তেন। কিন্তু আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা তারাবীহর নামায শেষ হওয়ার তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে যাওয়ার আগে বেতের নামায পড়েন কেন?

৪৬ নং প্রশ্নঃ এই হাদীস দ্বারা প্রামাণিত হয় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বেতের নামায একাকি পড়তেন। কিন্তু আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা বেতের নামায রমযান মাসে জামাআত সহকারে পড়েন কেন?

৪৭ নং প্রশ্নঃ এই হাদীস দ্বারা প্রামাণিত হয় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সারা বছর বেতের নামায তিন রাকআত এক সালামে পড়তেন। কিন্তু আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা কখনো এক রাকআত বেতের পড়েন এবং যদিও কখনো তিন রাকআত নামায পড়েন তাহলে দুই সালামে পড়েন কেন?

৪৮ নং প্রশ্নঃ আহলে হাদীসরা বলে থাকেন তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একটাই নামায তাহলে বুখারীর হাদীসে ৭ রাকআত, ১১ রাকআত, ৯ রাকআত এবং ১৩ রাকআতের তাহাজ্জুদের নামাযও

বর্ণিত আছে। অথচ আহলে হাদীসরা ৭ রাকআত, ১১ রাকআত, ৯ রাকআত এবং ১৩ রাকআতের হাদীসগুলিকে ত্যাগ করে কেবলমাত্র ৮ রাকআতের পিছনে পড়ে আছেন কেন?

৪৯ নং প্রশ্নঃ ২০ রাকআত তারাবীহর উপর উম্মতের ইজমে আছে। অথচ আহলে হাদীসরা ইজমা ত্যাগ করে ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়েন কেন?

৫০ নং প্রশ্নঃ নবী (সাঃ) সারা জীবন শুধুমাত্র তিনরাত জামাআতের সঙ্গে তারাবীহর নামায পড়িয়েছিলেন। এরপর আর পড়ান নি। কিন্তু আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রত্যেক বছর পুরো রমযান মাস তারাবীহর নামায পড়েন কেন?

৫১ নং প্রশ্নঃ এই নামাযের নাম তারাবীহর নামায রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রেখেছেন না সাহাবারা রেখেছেন?

৫২ নং প্রশ্নঃ আহলে হাদীসরা পুরো মাস এশার নামাযের সঙ্গে সঙ্গে রাতের প্রথম অংশে তারাবীহর নামায পড়েন এর প্রমাণও হাদীসে নেই। তাহলে পড়েন কেন?

৫৩ নং প্রশ্নঃ নবী (সাঃ) তারাবীহর নামাযে নিজে কোনদিন কুরআন খতম করেন নি এবং কুরআন খতম করার নির্দেশও দেন নি। অথচ আহলে হাদীসরা কিছু কিছু মসজিদে যে তারাবীহর নামাযে কুরআন খতম করা হয় এবং কিছু কিছু মসজিদে তো কুরআন খতম করার জন্য নামাযে কুরআন উঠিয়ে দেখে দেখে পড়া হয়। এই আমল তো হাদীসে নেই। তাহলে এই আমল আহলে হাদীসরা করেন কেন?

৫৪ নং প্রশ্নঃ আহলে হাদীসরা যে পুরো মাস ৮ রাকআত তারাবীহ ও ১ রাকআত বিতের মোট ৯ রাকআত নামায পড়েন ও পড়ান। এটাও তো কোনো হাদীসে নেই। তাহলে এই আমল আহলে হাদীসরা করেন কেন?

৫৫ নং প্রশ্নঃ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি একই নামায হবে তাহলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ আলাদা আলাদাভাবে নাযিল হল কেন? কেন তারাবীহ নামায মদীনায় এবং তাহাজ্জুদের নামায মক্কায় নাযিল হল?

উসুলে হাদীস নিয়ে কিছু প্রশ্ন

৫৬ নং প্রশ্নঃ হাদীস সহীহ হতে গেলে কি কি শর্তের প্রয়োজন তা কুরআন বা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন।

৫৭ নং প্রশ্নঃ হাদীসের সংজ্ঞা কি কুরআন বা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন।

৫৮ নং প্রশ্নঃ বলা হয়েছে যে, ‘‘কুরআন শরীফের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব সহীহ বুখারী শরীফ’’ এটা আল্লাহ বলেছেন না আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন?

৫৯ নং প্রশ্নঃ আহলে হাদীসরা বলে থাকেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ) প্রভৃতিরা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেন নি তাই তাঁদের নিকট ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অগ্রহণযোগ্য। আমাদের প্রশ্ন, ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), ইমাম ইবনে মাজাহ (রহঃ), স্বীয় হাদীসগ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সুত্রে কোন হাদীস বর্ণনা করেন নি। আর ইমাম নাসায়ী (রহঃ) একটি হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাহলে কি সিহাহ সিত্তাহর হাদীস সংকলকদের নিকট ইমাম বুখারী (রহঃ) গ্রহণযোগ্য ছিলেন না?

৬০ নং প্রশ্নঃ আহলে হাদীসরা বলে থাকেন যে, হানাফীরা ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ইজতেহাদ মানে না। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হল, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) স্বীয় সুনানে তিরমিযী গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ইজতেহাদ উল্লেখ না করে চার মাযহাবের ইমামগণের ও অন্যন্য ফুকাহাদের মাযহাব বায়ান করেছেন কেন? তাহলে কি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ইজতেহাদ মানতেন না?

৬১ নং প্রশ্নঃ বুখারী শরীফের হাদীসে উটের পেসাব পান করার হাদীস আছে তবুও আহলে হাদীসরা উটের পেসাব পান করেনা। কিন্তু কোন হাদীসে মহিষের গোস্ত খাওয়ার কথা বলা নেই তবুও আহলে হাদীসরা তা মজা করে পান করে কেন?

৬২ নং প্রশ্নঃ বুখারী শরীফের হাদীসে বগলের অবাঞ্ছিত লোম উপড়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে কিন্তু আহলে হাদীসরা কেন উপড়ে না ফেলে ব্লেডের ব্যাবহার করে? এটা কি সহীহ হাদীসের বিপরীত নয়?

৬৩ নং প্রশ্নঃ বুখারী শরীফের হাদীসে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যাক্তি সর্বদা রোজা রাখবে, সে কোন রোজাই রাখেনি। অথচ ইমাম বুখারী (রহঃ) সর্বদা রোজা রাখতেন। তাহলে কি ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীসটি বুঝতে পারেন নি? তাবিল না করে সরাসরি উত্তর দিন।

৬৪ নং প্রশ্নঃ বুখারী শরীফের হাদীসে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মুসিবতের সময় কোন ক্রমেই মৃত্যুর কামনা করবে না। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) নিজে এই হাদীসের বিপরীতে মৃত্যু কামনা করেছেন। তাহলে কি ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীস মানতেন না?

৬৪ নং প্রশ্নঃ আহলে হাদীসরা বলে থাকেন যে, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায একটাই। অথচ 'তারিখে বাগদাদ', 'ফাতহুল বারী', 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' প্রভৃতি গ্রন্থে লেখা আছে যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) রমযান মাসে তারাবীহর পর তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহঃ) তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযকে আলাদা আলাদা বলে মনে করতেন। তাহলে কি তিনি হাদীস বিরোধী ছিলেন?

৬৬ নং প্রশ্নঃ বুখারী শরীফের হাদীসে আছে যে, কুকুরের ঝুটা নাপাক। কিন্তু এই হাদীসের বিপরীতে ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কুকুরের ঝুটা দ্বারা ওজু করা জায়েয। তাহলে কি ইমাম বুখারী (রহঃ) স্পষ্ট হাদীস বিরোধী ফতোয়া দিতেন?

৬৭ নং প্রশ্নঃ কোন হাদীসকে আল্লাহ বা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) সহীহ, যয়ীফ, নাসেখ, মনসূখ, মতরুক, মারফু প্রভৃতি বলে যান নি তাহলে আহলে হাদীসরা কেন এসব বলে থাকেন? এর উত্তর কুরআন বা সহীহ হাদীস দ্বারা দিন।

৬৮ নং প্রশ্নঃ আহলে হাদীসরা ইজমা মানেন না। কিন্তু ফাঁদে পড়লে ইজমা মানেন। আমাদের প্রশ্ন কোন কোন বিষয়ের উপর ইজমা হয়েছে বা হয় নি এটা কি কুরআন হাদীসে আছে না নাই? যদি থাকে তার প্রমাণ পেশ করুন।

৬৯ নং প্রশ্নঃ আহলে হাদীসরা সিহাহ সিত্তাহর হাদীসকে প্রাধাণ্য দিয়ে থাকেন। আমাদের প্রশ্ন সিহাহ সিত্তাহর হাদীস মানতে হবে একথা কি আল্লাহ বা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলে গেছেন? যদি না বলে গেছেন তাহলে আপনারা মানেন কেন?

৭০ নং প্রশ্নঃ আহলে হাদীসরা বলে থাকেন, কুরআন ও সহীহ হাদীস ছাড়া কিছুই মানেন না কিন্তু আজ পর্যন্ত আহলে হাদীসটা নামটা সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণ করতে পারলেন না কেন?

৭১ নং প্রশ্নঃ আল্লাহর নবী (সাঃ) কি কোন হাদীসে বলে গেছেন যে, তোমরা সহীহ হাদীস মানবে আর যয়ীফ (দূর্বল) এবং মওজু (জাল) হাদীস ত্যাগ করবে?

৭২ নং প্রশ্নঃ আল্লার নবী (সাঃ) যখন যয়ীফ (দূর্বল) এবং মওজু (জাল) হাদীস ত্যাগ করতে বলেন তখন আহলে হাদীসরা ত্যাগ করে থাকেন কেন?

৭৩ নং প্রশ্নঃ জারাহ তাদিল শাস্ত্রের কোন কিতাব আল্লার নবী (সাঃ) এর জামানায় বা সাহাবায়ে কেরামদের জামানায় লেখা হয়েছিল কি? যদি লেখা হয়ে থাকে তাহলে তার প্রমাণ কোথায়? যদি না লেখা হয়ে থাকে তাহলে আপনারা তা মানেন কেন?

৭৪ নং প্রশ্নঃ রিজাল শাস্ত্রের কোন কিতাব আল্লার নবী (সাঃ) এর জামানায় বা সাহাবায়ে কেরামদের জামানায় লেখা হয়েছিল কি? যদি লেখা হয়ে থাকে তাহলে তার প্রমাণ কোথায়? যদি না লেখা হয়ে থাকে তাহলে আপনারা তা মানেন কেন?

৭৫ নং প্রশ্নঃ মুদাল্লিস রাবী 'আন' 'আন' দিয়ে হাদীস বর্ণনা করলে সেটা যয়ীফ হয় এই কথা আল্লাহ বলেছেন না আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন? আল্লাহ বা আল্লাহর নবী (সাঃ) যদি না বলে থাকেন তাহলে আপনারা তা মানেন কেন?

৭৬ নং প্রশ্নঃ আহলে হাদীসরা বিভিন্ন হাদীসকে সহীহ, যয়ীফ বা মওজু প্রমাণের জন্য বিভিন্ন মুহাদ্দিসদের জেরা উল্লেখ করে থাকেন। এই মূলনীতি আল্লাহ তৈরী করেছেন না আল্লাহর নবী (সাঃ) তৈরী করেছেন? আল্লাহ বা আল্লাহর নবী (সাঃ) যদি এই মূলনীতি তৈরী বা করে থাকেন তাহলে আহলে হাদীসরা তা মানেন কেন?

৭৭ নং প্রশ্নঃ আনওয়ারুল হক ফাইযী লিখেছেন, "আহলে হাদীসদের কোন উম্মাতী ইমাম নেই যে, সহীহ হাদীস গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, বরং তাঁদের ইমাম হলেন, ইমামুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ (সাঃ)। ফলে সহীহ হাদীস পেলেই নির্দিধায় তারা গ্রহণ করে থাকেন।" (হানাফী কেল্লার পোষ্ট মর্টেম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৯)

এখানে আমাদের প্রশ্ন হল, আহলে হাদীসদের যখন কোন উম্মাতী ইমাম নেই তখন হাদীসকে সহীহ প্রমাণ করার জন্য উম্মতী ইমামের সাহায্য নেন কেন? হাদীস গ্রহণ করার সময় কেন তাঁরা উম্মাতীর দরবারে নতজানু হয়ে পড়েন আর কেন বলেন এই হাদীসকে অমুক মুহাদ্দিস সহীহ বলেছেন বা যয়ীফ বলেছেন? তাহলে মুহাদ্দিসগণ উম্মাতী নন?

৭৮ নং প্রশ্নঃ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন যে ***"সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের সহীহাইন হাদীসকে যারা মানে না তারা বিদআতী এবং তারা মুসলমানদের বিরোধী পথের পথিক।" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ-২২৮ পৃষ্ঠা)***

অথচ আহলে হাদীসদের নাসীরুদ্দীন আলবানী মুসলিম শরীফের কয়েকটি হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন আর আনওয়ারুল হক ফাইযীও তা স্বীকার করেছেন। তাহলে নাসীরুদ্দীন আলবানী ও আনওয়ারুল হক ফাইযী বিদআতী না সুন্নী?

তাকলীদ সংক্রান্ত প্রশ্ন

৭৯ নং প্রশ্নঃ আপনাদের নিকট তাকলীদে শাখসী শিরক, নাজায়েয এবং হারাম। যেহেতু ইমাম ইয়াহইয়াহ বিন সায়ীদুনিল কাত্ত্বান হানাফী ছিলেন, ইমাম বুখারী শাফেয়ী ছিলেন, ইমাম ইবনে

তাইমিয়া হাম্বালী ছিলেন, ইমাম নববী শাফেয়ী ছিলেন। অর্থাৎ এরা সকলেই মুকাল্লিদ ছিলেন। তাহলে কুরআন এবং হাদীস দ্বারা এইসব ব্যাক্তিদের হুকুম কি বলুন এবং বলুন যে যাঁরা এই মুকাল্লিদদের বর্ণনা নেন বা তাঁদের কথার উপর আমল করেন তাঁদের হুকুম কি?

৮০ নং প্রশ্নঃ তাকলীদের সংজ্ঞা কি? কুরআন বা সহীহ হাদীস দ্বারা উত্তর দিন।

৮১ নং প্রশ্নঃ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন, "হুজুর (সাঃ) আমাকে (কাশফের মাধ্যমে) বুঝিয়ে দিয়েছেন যে প্রচলিত হানাফী মাযহাব একটি উত্তম পন্থা যা অন্যান্য মাযহাব বা তরিকা থেকে উত্তম। যা ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জামানায় সংগৃহীত ও লিখিত হাদীসগুলির সঙ্গে অতিশয় সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।" [ফুয়ুজুল হারামাইন, সংগৃহীত মজমুআ রিসালা শাহ ওয়ালীউল্লাহ (শাহ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী), পৃষ্ঠা-৪৪৩]

এখানে আমাদের প্রশ্ন, হাদীসে আছে, নবী (সাঃ) এর রুপ ধরে শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। সুতরাং নবী (সাঃ) যখন হানাফী মাযহাবকে উত্তম পন্থা ও মাযহাব বলেছেন তাই হানাফী মাযহাব মানা যাবে কি যাবে না? আর যদি বলেন, নবীজীর নামে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মিথ্যা কথা বলেছেন, তাহলে হাদীসে আছে, যে নবীজীর নামে মিথ্যা কথা বলে তার স্থান জাহান্নাম। তাই শাহ সাহেব যদি নবীজীর নামে মিথ্যা কথা বলে থাকেন তাহলে তিনি জান্নাতী না জাহান্নামী?

৮২ নং প্রশ্নঃ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) আরো লিখেছেন, "ভারতবর্ষের সাধারণ (যারা মুজতাহীদে মুতলাক নয়) লোকেদের প্রতি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মাযহাব অবলম্বন করা ওয়াজীব এবং ঐ মাযহাব ত্যাগ করা হারাম। [আল ইনসাফ ফি বায়ানি সাবাবিল ইখতিলাফ, সংগৃহীত মজমুআ রিসালা শাহ ওয়ালীউল্লাহ (শাহ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী), পৃষ্ঠা-৭০]

এখানে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) সত্য বলেছেন না মিথ্যা বলেছেন? যদি সত্য বলে থাকেন তাহলে আহলে হাদীসরা হানাফী মাযহাব অবলম্বন না করে ওয়াজীব ত্যাগ করে হারাম কাজ করলেন কি করলেন না?

অন্যান্য প্রশ্ন

৮৩ নং প্রশ্নঃ জুনাইদ যায়নাব নাম্নী একজন মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং এর পর জুনাইদ যায়নাবকে শারয়ী তালাক দিয়েছে। এরপর যায়নাব ইমরানকে বিবাহ করেছে, এরপর ইমরান যায়নাবকে তালাক দিয়েছে। এখন যায়নাব ইদ্দত পালন করে জুনাইদকে বিবাহ করতে পারে। এই মাসআলা কুরআন এবং হাদীসে রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, যদি ইমরান যায়নাবকে তালাক না দেয়, যায়নাব খুলা তালাক নেয় বা আদালতের মাধ্যমে বিবাহকে ফাসিক বা বাতিল করে দেয় তাহলে যায়নাব ইদ্দত পালন করার পর জুনাইদকে বিবাহ করতে পারবে কি পারবে না? এর প্রমাণ কুরআনে কারীমের সরীহ আয়াত বা সহীর সরীহ গায়ের মুআরিজ হাদীস দ্বারা পেশ করুন।

৮৪ নং প্রশ্নঃ রক্তদান করা কি জায়েয? এর প্রমাণ কুরআনে কারীমের সরীহ আয়াত বা সহীর সরীহ গায়ের মুআরিজ হাদীস দ্বারা পেশ করুন।

৮৫ নং প্রশ্নঃ রোজা অবস্থায় ইঞ্জেক্সান লাগালে কি রোজা ভেঙ্গে যাবে? এর প্রমাণ কুরআনে কারীমের সরীহ আয়াত বা সহীর সরীহ গায়ের মুআরিজ হাদীস দ্বারা পেশ করুন।

৮৬ নং প্রশ্নঃ নিজের রক্ত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (যেমন, হৃৎপিণ্ড, চক্ষু, কিডনী) দান করা কি জায়েয? কারো প্রয়োজনের জন্য নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাদিয়া দেওয়া কি জায়েয? এর প্রমাণ কুরআনে কারীমের সরীহ আয়াত বা সহীর সরীহ গায়ের মুআরিজ হাদীস দ্বারা পেশ করুন।

৮৭ নং প্রশ্নঃ মরার পর নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মেডিকেলে বিভাগে দান করার ওসিয়ত করা কি জায়েয? এর প্রমাণ কুরআনে কারীমের সরীহ আয়াত বা সহীর সরীহ গায়ের মুআরিজ হাদীস দ্বারা পেশ করুন।

৮৮ নং প্রশ্নঃ টেলিফোন বা ইন্টারনেটে কি বিবাহ করা যাবে? এর প্রমাণ কুরআনে কারীমের সরীহ আয়াত বা সহীর সরীহ গায়ের মুআরিজ হাদীস দ্বারা পেশ করুন।

৮৯ নং প্রশ্নঃ কোন একটি সহীহ সরীহ গায়ের মুআরিজ হাদীস পেশ করুন যাতে এক মজলিসে তিন তালাককে এক তালাক বলা হয়েছে এবং সেই হাদীসের কোন রাবী যাতে শিয়া না হয় এবং সেই হাদীসের কোন একজন রাবীর নিজের ফতোয়া সেই হাদীসের বিপরীত যেন না হয়?

৯০ নং প্রশ্নঃ শুকর, সিংহ, চিতাবাঘ, শিয়াল, বানর, গণ্ডার, বাঘ প্রভৃতি জানোয়ারের ঝুটার হুকুম কি? এগুলো পাক না নাপাক? কিয়াস না করে এবং কোন উম্মতির তাকলীদ না করে প্রত্যেক জন্তুর না উল্লেখ করে কুরআনে কারীম এবং হাদীস দ্বারা এর সরীহ দলীল পেশ করুন। উল্লেখিত জন্তুদের ঝুটার হুকুম ছাড়াও তাদের পেসাব, পায়খানা, বমি, রক্ত, ঘাম প্রভৃতি পাক বা নাপাক হবার উল্লেখ নামসহ সরীহ দলীল পেশ করুন।

কুরআনে কারীমে জের, জাবার, পেশ লাগানো, পারা, মঞ্জিল এইসব নবী পাক (সাঃ) লাগিয়ে যান নি বরং এসব উম্মতেরাই লাগিয়েছে, তাইঃ

৯১ নং প্রশ্নঃ বর্তমানে তারতীবের সাথে প্রকাশিত হওয়া এবং পড়া কুরআন গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে সরীহ দলীল পেশ করুন।

৯২ নং প্রশ্নঃ এই পার্থক্য প্রমান করুন যে উম্মতের তারতীব দেওয়া কুরআনে কারীম তো নেওয়া জায়েয আর ফিকাহ নেওয়া নাজায়েয?

৯৩ নং প্রশ্নঃ উম্মতের তারতীব দেওয়া কুরআনে কারীম হিফয (মুখস্ত) করা জায়েয এবং এর কিরাত যে সহীহ তা সরীহ দলীল দ্বারা প্রমাণ করুন।

এর জবাব কুরআন শরীফ ও সহীহ মরফূ হাদীস দ্বারাই দিতে হবে। তাছাড়া অন্য কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না।

৯৪ নং প্রশ্নঃ কুরআন শরীফের সুরা নুর আয়াত নং ২ এ বলা হয়েছে যে, ব্যাভিচারী ও ব্যাভিচারিনী উভয়কে একশত করে কোঁড়া মারতে হবে। কিন্তু হাদীস শরীফে আছে যে, রজম

অর্থাৎ ব্যাভিচারের শাস্তি মাটিতে পুঁতে ফেলে পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এখানে কুরআনের কথা মানব না হাদীসের কথা মানব? কোনটা মানব? এর জবাব কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারাই চাই।

৯৫ নং প্রশ্নঃ মহিষের গোস্ত কিংবা মহিষের দুধ বা মহিষের দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, দই, লস্যি খাওয়া হারাম না হালাল? কুরআন বা সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণ পেশ করুন। কুরআন ও সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোন দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

৯৬ নং প্রশ্নঃ পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত আহলে হাদীস মাওলানা লেখক আইনুল বারী আলিয়াবী সাহেব 'স্বপ্নের দেশে বাইশ দিন' কিতাবে ১১১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ''হজ্বের জন্য হায়েয (মাসিক) বন্ধ করা বৈধ।'' এটা কুরআনের আয়াত বা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন।

৯৭ নং প্রশ্নঃ কুকুরের পেটে ছাগলের বাচ্চা হয়েছে। উক্ত ছাগলকে কুরবানী করা চলবে কি চলবে না? কোন উম্মতির তকলীদ না করে বা কিয়াস না করে কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন।

আহলে হাদীসরা বলেন, আল্লাহ আরশে সমাসীন সেজন্য তাঁদেরকে এই তিনটি প্রশ্ন করা হল,

৯৮ নং প্রশ্নঃ যদি আল্লাহ আরশে সমাসীন থাকেন তাহলে যখন আরশ ছিল না তখন আল্লাহ কোথায় ছিলেন?

৯৯ নং প্রশ্নঃ যদি আল্লাহ আরশে সমাসীন থাকেন তাহলে আল্লাহ আরশের বাসিন্দা হয়ে গেলেন এবং আরশ আল্লাহর বাসস্থান হয়ে গেল। আর উসুলী কথা এই যে, বাসিন্দার থেকে বাসস্থান আয়তনে বড় হয়। যদি বাসস্থান অর্থাৎ আরশকে আল্লাহর থেকে আয়তনে বড় মনে করা হয় তাহলে নাউজুবিল্লাহ আল্লাহকে আরশের থেকে ছোট মনে করা হল। তাহলে আহলে হাদীসরা 'আল্লাহু আরশ' না বলে 'আল্লাহু আকবার' কেন বলেন?

১০০ নং প্রশ্নঃ আল্লাহ অসীম অর্থাৎ সীমাহীন আর আরশ সীমাহীন নয় অর্থাৎ সসীম। তাহলে সীমাহীন আল্লাহ সসীম আরশের মধ্যে সমাসীন হতে পারেন কিভাবে? এখানে আহলে হাদীসরা আল্লাহকে সীমাহীন না বলে আল্লাহর শানে গুস্তাখী করলেন কি করলেন না?

কোন উম্মাতির তাকলীদ না করে এই প্রশ্নগুলির উত্তর কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারাই দিতে হবে। কুরআর হাদীস ছাড়া অন্য কোন দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১) তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে (অনলাইন/অফলাইন) ৩০/-
২) ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে? (অনলাইন/অফলাইন) ১৫/-
৩) এরা আহলে হাদীস না শিয়া? (অনলাইন/অফলাইন) ২০/-
৪) ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলীদ
(আহলে হাদীস ফিৎনার নতুন রুপ) অফলাইন) ৬০/-
৫) আল কালামুস সরীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমান) (অনলাইন/অফলাইন) ৭০/-
৬) ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন (অনলাইন) ৫০/-
৭) আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় (অনলাইন) ৪০/-
৮) তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান (অনলাইন) ৩৫/-
৯) সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন? (প্রকাশিতব্য) ----
১০) ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ (প্রকাশিতব্য) ----
১১) আমরা সবাই মৌলবাদী (প্রকাশিতব্য) ----
১২) কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা (অনলাইন) ৩০/-
১৩) আমরা সবাই তালিবান (প্রকাশিতব্য) ----
১৪) রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ? (প্রকাশিতব্য) ----
১৫) মুহাররাম মাসে তাজিয়াবাজী (অনলাইন) ২০/-
১৬) মাসআলা আমীন বিল জেহের (অনলাইন) ২০/-
১৭) সুন্নতে রাসুলে আকরাম ফি কিরাআত খলফল ইমাম
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য) ----
১৮) সুন্নতে রাসুলুস সাকইল ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন (অনলাইন) ৫০/-
১৯) তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত (প্রকাশিতব্য) ----
২০) গুমরাহীর নায়ক ডাঃ জাকির নায়েক (প্রকাশিতব্য) ----
২১) আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ) (অনলাইন) ৩০/-
২২) বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অনলাইন) ৩০/-
২৩) আসুন আমরা সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলিকে খতম করি (অনলাইন) ২০০/-
২৪) আমিরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ (অনলাইন) ৪০/-
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য) ----
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য) ----

২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অনলাইন) ৫০/-
২৮) তথাকথিত নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----
২৯) নাস্তিকতাবাদীদের কফিনে শেষ পেরেক (প্রকাশিতব্য) ----
৩০) যুক্তিবাদীদের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----
৩১) নাস্তিকের অপবাদ খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----
৩২) প্রবীর ঘোষকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন) ১০/-
৩৩) তসলিমা নাসরিনকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন) ১০/-
৩৪) নাস্তিক অভিজিৎ রায়ের অপবাদ খন্ডন (অনলাইন) ৫০/-
৩৫) হিন্দুধর্মে গো-মাংস খাওয়ার প্রমান (অনলাইন) ১০/
৩৬) তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামায (অনলাইন) ২৫/-
৩৭) ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস আইএস ইসরাইলের সৃষ্টি (অনলাইন) ৬০/-
৩৮) মুজাহিদ নারী ডাঃ আফিয়া সিদ্দিকী (অনলাইন) ৩০/-
৩৯) গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ (অনলাইন) ৮০/-
৪০) রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীর মিথ্যাচারের জবাব (অনলাইন) ২০-
৪১) ভারতে আইবি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) সন্ত্রাস ও মুসলমান (অনলাইন) ২০/-
৪২) 'আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব' এর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন) ৪০/-
৪৩) নাসীরুদ্দীন আলবানীকে নিয়ে আহলে হাদীসদের বাড়াবাড়ি (অনলাইন) ৪০/-
৪৪) হাদীস গবেষনায় লা মাযহাবী জুবাইর আলী যাই এর জালিয়াতি (অনলাইন) ৩৫/-
৪৫) লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন) ৩০/-
৪৬) ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস ও বেরেলী ফিৎনার আবির্ভাব (প্রথম প্রকাশ - ২০১০ ফেব্রুয়ারী, বর্তমানে বাজেয়াপ্ত) ৩০/-
৪৭) নামাযে হাত বাঁধা নিয়ে আনওয়ারুল হক ফাইযীর মিথ্যাচারের জবাব (অনলাইন) ৩০/-
৪৮) রফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গে ইবনে ওমর (রাঃ) হাদীসের বিরুদ্ধ আনওয়ারুল হক ফাইযীর অপবাদ খণ্ডন (অনলাইন) ৩০
৪৯) নামাযে নারী পুরুষের নামাযে পার্থক্য (অনলাইন) ৩৫/-
৫০) মৌদুদী মতবাদের স্বরুপ উন্মোচন (অনলাইন) ৩০/-
৫১) আল কুরআনের আমোঘ ঘোষণা নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করা যাবেনা (অনলাইন) ২০/-
৫২) আহলে হাদীসদের নিকটে ১০০টি প্রশ্ন (অনলাইন) ২০/-
৫৩) মানবতার শত্রু আমেরিকা (অনলাইন) ১০/-
৫৪) মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) [অনলাইন] ৮০/-

অনুদিত পুস্তক

১) হাদীস এবং সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ হুজ্জাতুল্লাহফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ)] ----

২) আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সাথে মতবিরোধ। (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহঃ)] ----

৩) হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ। (মূল হিন্দী লেখকঃ ডঃ এইচ এ শ্রীবাস্তব/ অনলাইন) ৩০/-

৪) কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দী লেখকঃ ডাঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়] ৩০/-